

বয়স্ক সাক্ষরতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালা

নিরক্ষর বয়স্করা উন্নয়নের পথে বাধা

কাগজ প্রতিবেদক : বিশ্বব্যাপী বয়স্ক সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলেও একই সঙ্গে নিরক্ষর বয়স্কের সংখ্যাও আশংকাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিশেষত মহিলাদের মধ্যে এ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং এই নিরক্ষর বয়স্করা উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা ও হুমকিরূপে।

গতকাল সকালে মানিকগঞ্জে এশিয়া মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বয়স্ক সাক্ষরতা বিষয়ক ৪ দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ডায়গনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গণ সাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক ডঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন এ কথা বলেন। গণ সাক্ষরতা অভিযান ও অ্যাকশন এইড-বাংলাদেশ যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করেছে।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ-এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক পারভীন মাহমুদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এডিএ'র শিক্ষা উপদেষ্টা ডেভিড ক্লার্ক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতি 'রিফ্রেইট' এর ব্যাখ্যা করেন অ্যাকশন এইড-ইউকে'র শিক্ষানীতি বিশেষক ডেভিড আর্চার।

ডঃ মুতী আরো বলেন, সাধারণভাবে মনে করা হয়, বয়স্কদের সাক্ষর করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও অগচ্য সাপেক্ষ। সে ক্ষেত্রে বয়স্ক সাক্ষরতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এ কর্মশালার মধ্যদিয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্যে উপযোগী, কার্যকর ও কম খরচের মধ্যে একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা সম্ভব।

'রিফ্রেইট' পদ্ধতির লেখক ডেভিড আর্চার বলেন, এ পদ্ধতিতে বয়স্কদের সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জনে ব্যবহার করা হয়। কোর্সের প্রত্যেকটি পাঠ শুরু হয় সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মাটির ওপরে মানচিত্র, দিন পঞ্জিকা এবং রেখাচিত্র অঙ্কনের মধ্যদিয়ে। শিক্ষার্থীরা তাদের কাছে যে উপাদান পায় তাইই ব্যবহার করে মানচিত্র বা ছক আঁকতে থাকে। তারপরে এগুলো বড় কাগজের শীটে ছবিসহ অঙ্কন করা হয়। এটাই হচ্ছে সাক্ষরতার প্রথম ধাপ। এ ধাপ শিক্ষার্থীরা যে শব্দ বা বাক্য শেষে তা সরাসরি স্থানীয় অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা। এভাবে প্রত্যেক সাক্ষরতা দলের শিক্ষার্থীরা নিজস্বদের শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন।

উল্লেখ্য, 'রিফ্রেইট' নামক এই নতুন পদ্ধতি আফ্রিকার উগান্ডা এবং দক্ষিণ আমেরিকার এসসালাডাদরে পরীক্ষিত হয়েছে।